Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

“কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান”

GI Journal No. 49

Published on : 0 2 SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই)-এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রের পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস।

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিণ্চষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৮৫
আবেদনের তারিখ: ২১-০৫-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান" যা শ্রেণি ৩০ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান"**

শ্রেণি ঃ ৩০

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ

খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার ধান (শ্রেণি ঃ ৩০)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১. ধানের ধরন : সুগন্ধি গোল আকৃতি ও খাটো
২. ধানের রং : হালকা সোনালি।
৩. উচ্চতা : ১০০-১১০ সে.মি.।
৪. জীবনকাল : ১৪০-১৪৫ দিন।
৫. কুশির সংখ্যা : ১০-১২ টি।
৬. শীষের দৈর্ঘ্য : ১৫-১৮ সি.মি.।
৭. শীষে দানার সংখ্যা : ১৫০-১৭০ টি।
৮. ১০০০ দানার গড় ওজন : ১৬ গ্রাম।
৯. চালের বৈশিষ্ট্য : চাল সাদা, সুগন্ধি, গোল আকৃতি ও খাটো।
১০. উৎপাদন মৌসুম : রবি(বোরো মৌসুম)।
১১. ফলন : ২.৮০-৩.০ মে:টন/হেক্টর।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, রাতা (মোরগ) এর ঝুটির সাদৃশ্য পূর্ণ ঝুটির অংশ বিশেষ থেকেই রাতাবোরো নামকরণ করা হয়। রাতা (মোরগ) এর মাথায় যেমন একটি ঝুটি থাকে রাতা বোরো ধানের মাথায়ও তেমন একটি কালো ঝুটি রয়েছে এবং সেই ধান থেকে চালের ভাত রান্না করার পরও কালো ঝুটিটি স্পষ্ট থাকে। রাতাবোরো ধানকে এই ঝুটি আর সুঘ্রাণই আলাদা করেছে। ধানের শীষ একটু বড় হয়ে চাল শক্ত হতে শুরু করলে আশপাশ ঘ্রাণে ভরে যায়। ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেটে গেলেই রাতাবোরোর সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। ভাত রান্না করা হলে এই সুঘ্রাণ বেড়ে দ্বিগুন হয়ে যায়।

রাতা বোরো ধান হালকা সোনালি রঙের, মাথায় কালো ঝুটি বা মুকুট দেয়া। চাল সাদা, খাটো ও সুগন্ধযুক্ত। এই চালে ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি, ফিরনী, খিচুড়ি, পায়েস, পিঠা-পুলি হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান যেমন-বিয়েতে প্রচলিত প্রথা জুড়ে আছে রাতাবোরো ধানের চাল। কিশোরগঞ্জের মেহমানদারিতে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে এই রাতাবোরো চাল। কিশোরগঞ্জ যেহেতু হাওর এলাকা পানিতেই ডুবে থাকে বেশি সময় তাই বছরে একবারই বিস্তৃতি এলাকা জুড়ে ফলন হয়ে থাকে এই ধানের যা সারা বছর চাহিদা পূরণ করার মতো।

অন্যান্য ধান গাছ থেকে রাতাবোরো তুলনামূলক বড় ও উঁচু হওয়ার কারণে হালকা হাওয়া লাগলেই ধানের শীষের ভারে গাছ গোছাসহ নুয়ে (নিচু হয়ে) যায় তাই চাইলেও মেশিনে কাটা যায় না। ফলে এই ধান গাছ সম্পূর্ণ হাতে কাটতে হয়। গুণে মানে যত্নে আগলে রাখে কিশোরগঞ্জের কৃষকেরা এই ধান। কিশোরগঞ্জের মাটি-পানি ও আবহাওয়ার জন্য শুধু এই হাওর এলাকাতেই রাতাবোরো ধান উৎপাদন হতে দেখা যায়। মাটির গুণাগুণ এর জন্য ফলন খুব ভালো হয়। ফলে কৃষকেরা এই ধান চাষে লাভবান হোন। রাতাবোরো ধানে তেমন কোনো রোগ বালাই হয় না বলে জানান কৃষকেরা।

কৃষক সমাজে বংশ পরম্পরায় ধারণা করা হয় রাতা বোরো ধান ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চাষ হয়ে আসছে। তবে বর্তমানের তুলনায় পূর্বে আরো বেশি চাষ হতো বলে জানান কৃষকেরা। ঠিক যেনো আগের মতোই দিন দিন বাড়ছে রাতাবোরো ধানের চাষাবাদ এবং ফলন দুটোই খুব ভালো হচ্ছে দেখে আগ্রহ বেড়েছে কৃষক সমাজের মধ্যে। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৭১ মে. টন রাতাবোরো চাল উৎপাদন হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে রাতাবোরো চাল কিশোরগঞ্জ জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, গাজীপুর, ও ঢাকায় বেশি কেনাবেচা হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার কৃষি অফিস থেকে তথ্য পাওয়া যায়, সাধারণত সব ধানের পুষ্টিগুণ প্রায় একই। তবে রাতা বোরো চালে ভিটামিন বি-১, বি-৩, বি-৬ এবং ম্যাগনিজ, ফসফরাস, ফাইটিক এসিড, ফাইবার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থ বেশি মাত্রায় থাকে। রাতাবোরো চাল অধিক আশঁযুক্ত হওয়ায় পিত্তে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। রাতাবোরো ভাত সহজে হজম হওয়ায় পেটে গ্যাস শোষণ প্রতিরোধ করে বলে জানা যায়। এই রাতা বোরো ধান কিশোরগঞ্জ জেলার, নিকলী, ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, করিমগঞ্জ, আড়াইল, কিশোরগঞ্জ সদর, কটিয়াদি, হাওর এলাকাসমূহে ব্যাপক আবাদ হচ্ছে।

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ইউনিয়নের হাওর জমিগুলোতে রাতা বোরোধান অধিক পরিমাণে চাষ করা হয়। বিশেষ করে নিকলী উপজেলায় বেশি আবাদ হয়ে থাকে।

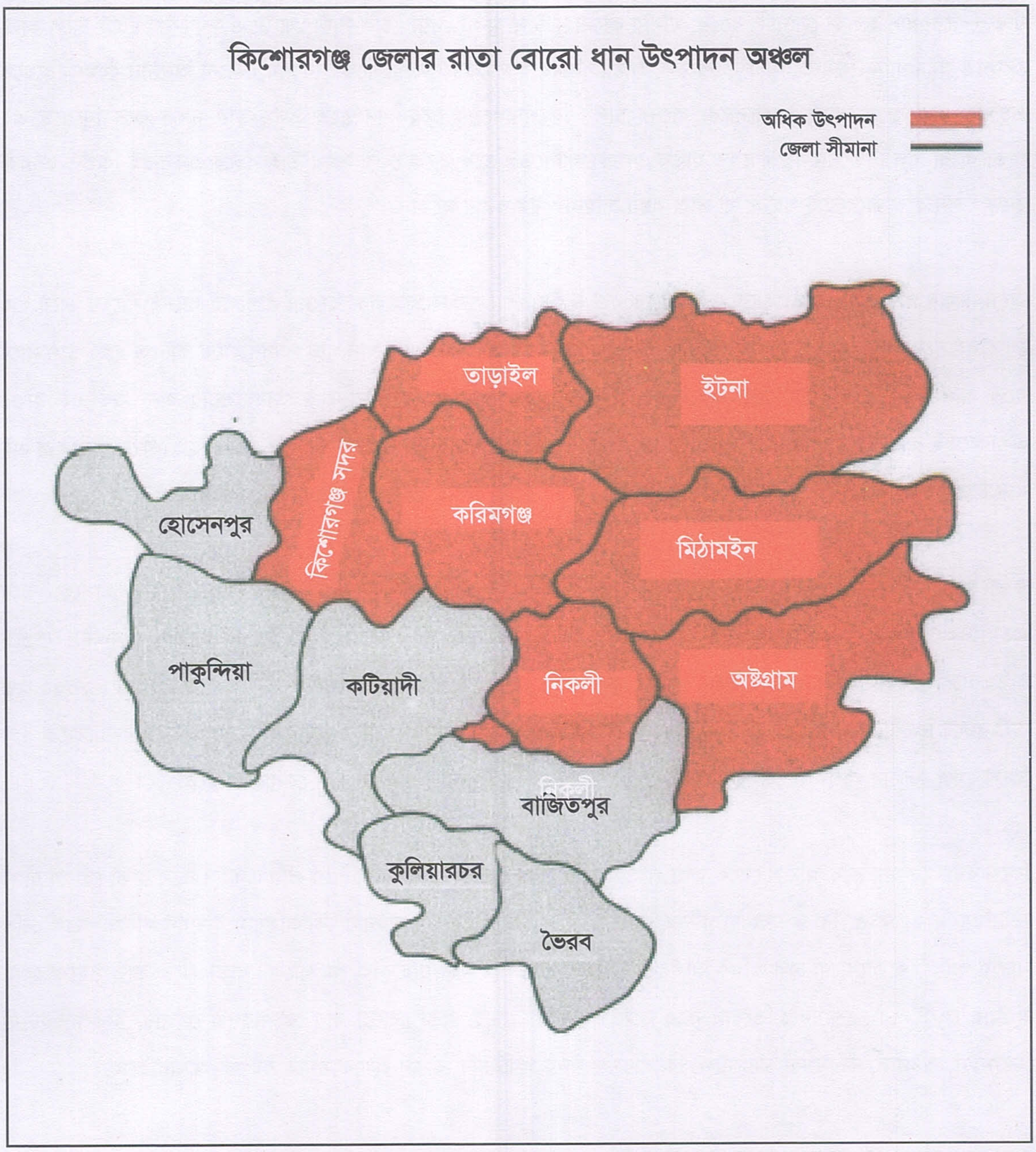

চিত্র ১ : মানচিত্রে কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান এর উৎপাদন এলাকা ভিত্তিক করা হয়েছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

প্রাচীনকাল থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার উপজেলা সমূহের কৃষকগণ বংশ পরম্পরায় রাতাবোরো ধান বোরো মৌসুমে চাষ করে আসছে।

রাতা বোরো চালের ভাতের অধিক পরিমাণ চাহিদাকে কেন্দ্রকরে স্থানীয় মুরুব্বিরা শ্লোক কেটে থাকেন-"রাতা খেলে মাতা আতা" কারণ এই চালের ভাত এতটা সুগন্ধি আর মজাদার যে সবাই একটু বেশিই খেয়ে থাকেন।

রাতাবোরো ধানকে কেন্দ্র করে গ্রাম অঞ্চলে সবার মুখে মুখে প্রচলিত গান শুনতে পাওয়া যায়।

"রাতাবোরো ধানের পিঠা,
ওরে আমার বুবুজান
পোলা-পাইন ডাইক্কা আন।
রাতাবোরো ধানের পিঠা
আরো চলবে পায়েস, পোলাও কোরমা
রাতাবোরো দিয়া হয় পোলাও কোরমা।
ওরে আমার বুবুজান
সব কিছু মিলায়া আন
জামাই জোড়া আইতাছে যে বাড়িতে।
জামাই জোড়া আইতাছে যে বাড়িতে গো বুবুজান
সব পিঠা একসাথ কইরা আন"।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

শুকনো ধান রাতে ভেজানোর পর দিন দুপুরে পানি থেকে তুলে ছেঁকে জাক দিয়ে রেখে দিলে এক দিন পর অংকুর বা বীজ বের হয়। এই অংকুরিত বীজ জমিতে (বীজতলায়) ছিটিয়ে দিলে সেখানে ছোটছোট চারা হয় যাকে স্থানীয়ভাবে জালা বলা হয়। জালার বয়স ২১/৩০ দিন হলে চারা তুলে নিতে হয়। চাষের জমিতে, জমি চাষ দিয়ে সার এবং সেচ দিয়ে সেই চারা রোপণ করতে হয়।

বীজতলায় বীজ বপনঃ কার্তিক মাসের শুরুতে(অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে) বীজতলায় বীজ বপন করা হয়।

চারার বয়সঃ চারার বয়স ২১-৩০ দিন হলে ভালো হয়।

রোপণ সময়ঃ স্বাভাবিক সময়ে অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মাঝামাঝি (নভেম্বরের শেষ দিকে) পর্যন্ত চারা রোপণ করা হয়ে থাকে।

রোপণ দূরত্বঃ ১৮ সে.মি. x ১৪ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করা হয়।

চারার গোছাঃ গোছাপ্রতি ২/৩টি করে চারা রোপণ করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা: বিঘা প্রতি লাল পটাস, ইউরিয়া, টিএসপি পরিমাণ মত ব্যবহার করা হয়।
আগাছা দমন: ২/৩ বার হাতে বা ঔষধ দিয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।
রোগ-বালাই দমন: রাতাবোরো ধানে তেমন রোগ বালায় হয় না।
ফসল কাটা: চারা রোপণের ১৫০/১৭০ দিন পর বৈশাখ মাসে (এপ্রিল) ফসল কাটা হয়।
মৌসুম: রবি (বোরো মৌসুম)।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

ছবি ১ : রাতাবোরো ধান ক্ষেতে ধান গাছ

ছবি ২ : রাতাবোরো ধানের শীষ। যেখানে ধানের নাম করণের ত্রুটি স্পষ্ট।

ছবি ৩-৪ : শুকনো রাতাবোরো ধান

ছবি ৫-৬ : রাতাবোরো ধান থেকে সংগৃহীত চাল আকারে খাটো ও ঝুটিযুক্ত হয়ে থাকে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

১) চাল সুগন্ধি, সাদা, গোল আকৃতি ও খাটো।
২) শীত ও খরা সহিষ্ণু জাত।
৩) স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাত।
৪) আগাম রোপন উপযোগী ।
৫) ধানে ধারালো শুং রয়েছে।
৬) ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি এবং খিচুড়ির জন্য
৭) খুবই উপযোগী চাল।
৮) ধানের শীষের মাঝে মাঝে অসমআকৃতির।
৯) জাতটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

অতিপ্রাচীন কাল থেকে এ অঞ্চলে রাতাবোরো ধান চাষ ও ব্যবহার হয়ে আসছে। স্থানীয় কৃষক সমাজে ধারণা বংশ পরম্পরায় রাতা বোরো ধান ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ এলাকায় চাষ হয়ে আসছে। সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাত, বিরিয়ানি, পোলাও, খিচুড়ি ও পিঠা পায়েস তৈরিতে ঐতিহ্যের সাথে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

বাংলাদেশের ঢাকা, গাজীপুর, ময়য়মনসিংহ, নেত্রকোনা জেলাগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি হচ্ছে। রাতাবোরো শুধু কিশোরগঞ্জ জেলায় উৎপাদন হওয়ার কারণে ১৩টি উপজেলা সমৃদ্ধ এই বিশাল কিশোরগঞ্জ জেলার চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য জেলা গুলোতে রপ্তানি করার সুযোগ কম হচ্ছে। তাই রপ্তানি যোগ্য এলাকাগুলোর চাহিদার কথা চিন্তা করে বাণিজ্যিক প্রধান এলাকা বাড়ানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

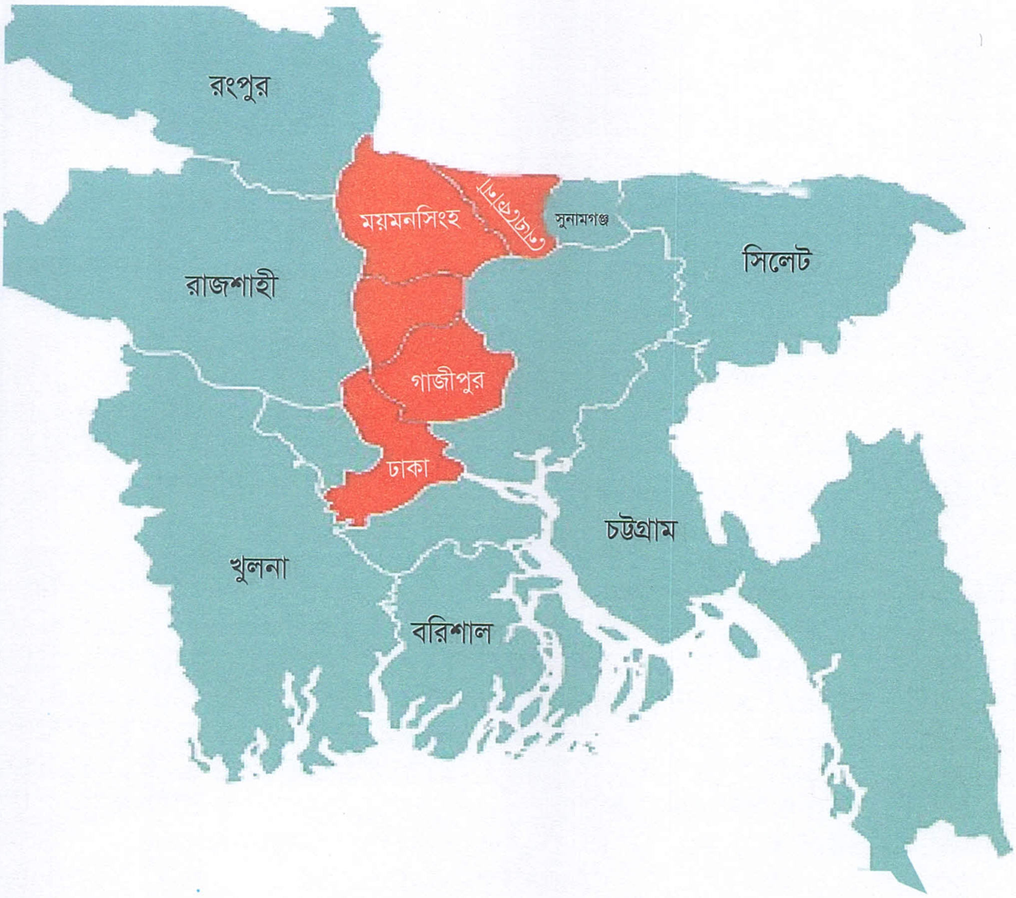

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাগি, কিশোরগঞ্জ পরিদর্শণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের গুণগতমান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

ঢ) তথ্যসূত্রঃ

১. প্রতিদিনের সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩. https://www.protidinersangbad.com/national/384724

২. ঢাকা পোস্ট, ২৮ ফেব্রুয়ারী২০২৩. https://www.dhakapost.com/country/176725

৩. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩. https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/2-jcndmng6a

৪.https://chalwala.com/pro uct/ rataboro -rice-% E0%A6% B0% E0% A6% BE% E0% A6% A4% E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2/#:~:text=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%20%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8B,%E0%A6%8F%20%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%20%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%9A%E0%A6%B2%20%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A5%A4

৫.https://store.sasthobidhi.com/product/% E0% A6% B0% E0% A6% BE% E0% A6% A4% E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7/#:~:text=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%20%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%B0%20%E0%A6%85%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A7%87%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE,%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%%A8%E০%A6%ইউ%উ০%A5%A4

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক-১০৯/২০২৪-২০২৫/(শিল্প)-০৬-০৮-২০২৪-১৫০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.